(ক)

গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য:

গণতন্ত্র (Democracy:)

গণতন্ত্র বলতে কোনও জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনও সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রের আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে। গণতন্ত্র পরিভাষাটি সাধারণভাবে একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos অর্থ জনগণ এবং Kratia শব্দের অর্থ শাসন।

সুতরাং আক্ষরিক অর্থে গণতন্ত্র অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন ব্যবস্থা

গণতন্ত্র সম্পর্কে আব্রাহাম লিংকন বলেন: গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা। (Democracy is a goverment of the people, by the people and for the people.

আর জন সীলি গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সবারই অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। (Democracy is a goverment in which everyone has a share).

শুমপিটার: গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অন্য কাহারো দ্বারা শাসন পরিচালনার পদ্ধতি নয়, বরং কে বা কারা শাসন করবে এবং মোটামুটিভাবে কোন উদ্দেশ্যে শাসন করবে তা নির্ধারণ করার উপায়মাত্র। (Democracy is not a way of governing, whether by way of majority or otherwise, but primary a way a determining who shall govern and broadly,

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য: (Characteristic of Democracy).

১. **জনগণের সম্মতি:** জনগণের সম্মতি নিয়ে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সরকার গঠন বা পরিবর্তন করে।

২. **সকল নাগরিকের ভোটাধিকার:** ১৮ বছরের বেশি সকল নাগরিক ভোট প্রদান করতে পারবে। কোন দল তাদের কোনো বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

৩. **স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা:** গণতন্ত্র জনগণের জীবন ও সম্পদ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে তা সংরক্ষণ করবে।

৪. **আইনের শাসন:** আইনের চোখে সবাই সমান, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকল ব্যক্তি, দল, ধনী, দরিদ্র আইনের অনুশাসন মানতে হবে।

৫. **দায়িত্বশীল সরকার:** গণতন্ত্র দায়িত্বশীল শাসন। গণতান্ত্রিক সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে।

Scanned with CamScanner

"সংসদীয় সরকার ও বৈশিষ্ট্য"

<u>সংসদীয় সরকার:</u> যে শাসন ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বলে।

অধ্যাপক গার্নার-এর মতে, সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। সরকার পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রীসভার হাতে।

অধ্যাপক গ্রেভস: এর মতে সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার হলো রাষ্ট্রের প্রভু বা শাসক এবং প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ঐ সরকারের প্রধান। (In parliamentary system the government is the master of country and prime minister of the master of government)

মন্ত্রিসভা যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার উপর আস্থাভাজন থাকবে, ততক্ষণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারবে।

সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য:

১. **সংসদের প্রাধান্য:** সংসদীয় বা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারে সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীসহ শাসন কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে।

২. **দায়িত্বশীল শাসন:** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত বা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভার সদস্যগন ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইন পরিষদের নিকট দায়ী।

৩. **দলীয় শাসন:** সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা মূলত দলীয় শাসন ব্যবস্থা। সংসদ বা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার গঠন করে।

৪. **প্রতিনিধিমূলক শাসন:** সংসদীয় সরকার প্রতিনিধিমূলক। সরকার গঠিত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে।

৫. **নমনীয়তা:** সংসদীয় সরকার সাধারণত নমনীয় প্রকৃতির কেননা সংসদে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যে কোন নীতি ও সিদ্ধান্তে পরিবর্তনের আস্থা আনে।

Scanned with CamScanner

"রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ও এর বৈশিষ্ট্য"

প্রঃ

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার: যেসব রাষ্ট্রের পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে। তিনি সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না। তখন তাকে বলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

অধ্যাপক ওগ, আর মিলি এর মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় পরিচালিত হয় তাই রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

জে, ডব্লিউ গার্নার; যে শাসন ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ তাদের কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে। তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, ব্রাজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে শাসি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য

১. রাষ্ট্রপ্রধান প্রকৃত শাসক: এরূপ সরকারে রাষ্ট্রপ্রধান নামে ও কাজে রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রকৃত শাসক। তিনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় বিপুল ক্ষমতাশালী হন

২. আজ্ঞাবহ মন্ত্রিসভা: মন্ত্রীসভার সদস্যগন আইনসভার সদস্য নন। মন্ত্রীগন তাঁদের কাজের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতির যে কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগ এবং যে কোন মন্ত্রীকে যে কোনো সময় অপসারন করতে পারে।

৩. সরকারের স্থিতিশীলতা: এই সরকার ব্যবস্থায় সরকার স্থিতিশীলতা হয়। কেননা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে।

৪. বিচারবিভাগের প্রাধান্য! রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরন নীতি কার্যকর থাকায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য থাকে।

Scanned with CamScanner

(খ)

"সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পার্থক্য"

(i) যে শাসন ব্যবস্থায় শাসনবিভাগ তাদের কাজের জন্য সংসদ বা আইনসভার নিকট দায়ী থাকে, তাকে সংসদীয় সরকার বলে।

যেসব রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং শাসকগণ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে না তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।

(ii) সংসদীয় সরকার প্রতিনিধিমূলক। সরকার গঠিত হয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার শুধু রাষ্ট্রপতি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় এবং রাষ্ট্রপতিই সরকার গঠন করেন।

(iii) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা যৌথ ভাবে হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার একনায়কতন্ত্রের ন্যায় একা গড়ে উঠে।

Scanned with CamScanner

(iii) প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী সভার নেতা, সংসদের ও সরকার প্রধান। প্রধানমন্ত্রী চাইলে মন্ত্রীসভার কিছু সদস্য নিয়ে জনগণের এ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বিচার বিভাগের যে কাউকে তিনি একাই ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

(iv) সংসদীয় বা মন্ত্রীপরিষদের শাসিত সরকারে সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীসভা শাসন কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি উক্ত প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রীসভা শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী নন।

Scanned with CamScanner

উপসংহার: একটি দু-খাদের মাটি মত সুন্দর প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বড় প্রতিষ্ঠান হলো রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সরকার ব্যবস্থা।

বিভিন্ন কাল ও সময় ভেদে বিভিন্ন স্থানে এক এক রকম সরকার ব্যবস্থা দেখা যায়।

রাষ্ট্রের কল্যাণে কোন সরকার ব্যবস্থা কার্যকর কারণে জনগণের মঙ্গল হয় সেটা বড় কথা।

যে কোন সরকার ব্যবস্থার প্রথম লক্ষ্য থাকতে হবে জনগণের কল্যাণে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা।

সরকার হলো একটি বাস্তব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মুখপাত্র।

Scanned with CamScanner

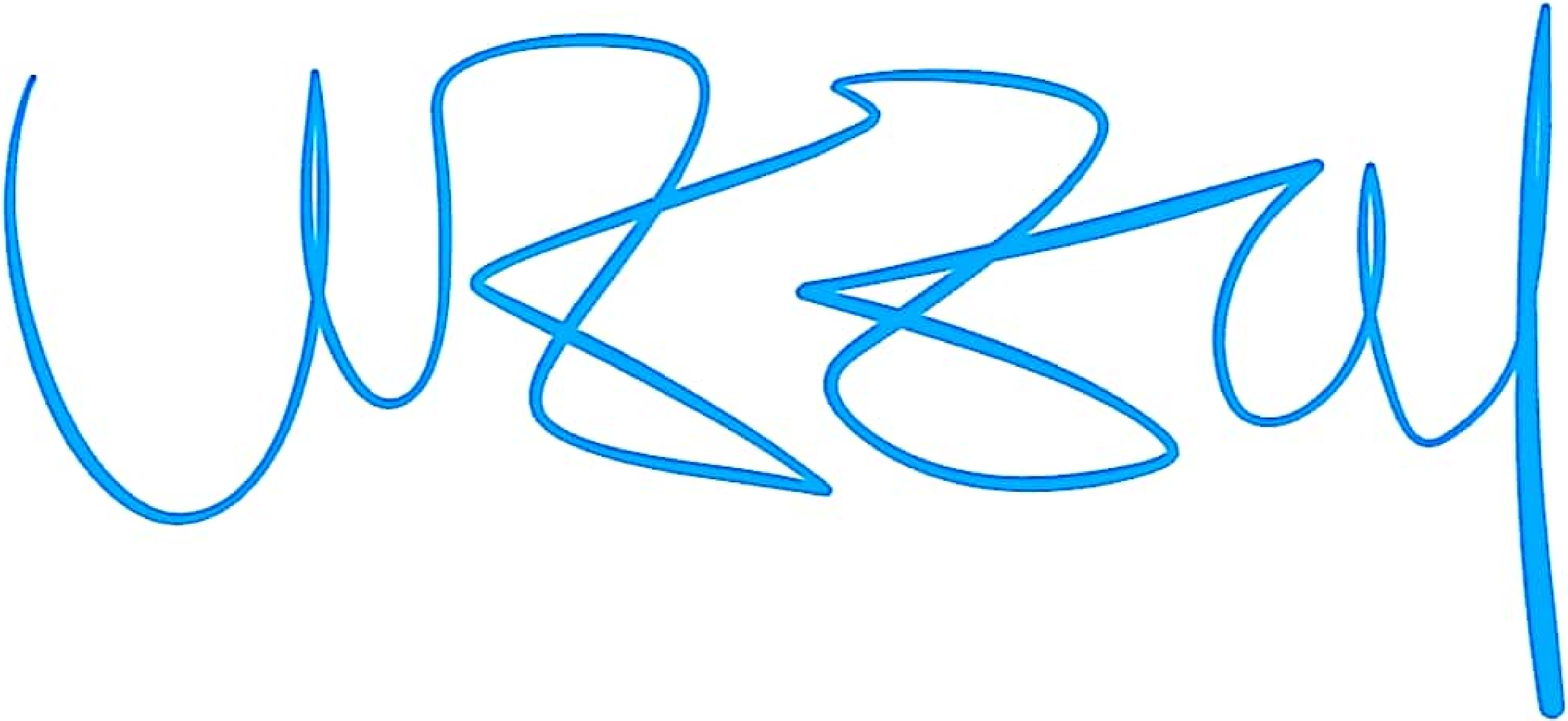

Scanned with CamScanner